R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ভাল, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই চৈত্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১লা এপ্রিল, ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯্, সডাক ১০্

জঙ্গিপুরে গঙ্গা নদী গতি পাল্টাচ্ছে ঃ আমেরিকান উপগ্রহ

জঙ্গিপুরে গঙ্গা নদী গতি পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়েছে উপগ্রহের মাধ্যমে। জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, এই গতি পরিবর্তন যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে দেখা দিতে পারে সর্বনাশা বন্যা এবং কলকাতা বন্দর প্রয়োজনমত ফরাক্কার জল না ও পেতে পারে। কলকাতার একটি দৈনিক সংবাদ-পত্রে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পি টি আই সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই পত্রিকা লিখেছে, উপগ্রহের তোলা ছবি এবং বিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে, গঙ্গার ডানদিক বরাবর ভাঙন চলছে এবং গতি সরে যাচ্ছে পশ্চিমদিকে। আর এই গতি পরিবর্তন সেই নিম্নাঞ্চলে, যেখানে ভাগীরথীর উৎস মুখ। জঙ্গিপুর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তরে এই উৎস মুখ। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গঙ্গার ভাঙন চলতে থাকলে গঙ্গা ও ভাগীরথীর গতি এক দেহে মিশে যাবে। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে ভাগীরথীর এক পরিত্যক্ত খালের স্ফীতিতে। পশ্চিমদিকে গঙ্গার গতিধারা সরতে থাকলে এই পরিত্যক্ত খালই গঙ্গা ও ভাগীরথীর মধ্যে সংযোগ ঘটাবে। একদিকে যেমন গঙ্গা পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে, অন্যদিকে আবার তেমন সরে যাচ্ছে পূর্বদিকে। উপগ্রহের ছবিতে দেখা গেছে, ফরাক্কা থেকে দশ কিলোমিটার উজানে গঙ্গার গতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পূর্বদিকে। এর ফলে গঙ্গা ও পাগলা খালের মধ্যে দূরত্ব কমে যাচ্ছে। ১৯২৩ সালে দূরত্ব যেখানে ছিল ৮-৫৩ কিমি, ১৯৭৫ সালে সেখানে দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল মাত্র ০-৯ কিমিতে। পাগলা মহানন্দার একটি

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক চালবাজি'?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের গরু বানাতে চাইছেন। পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দিয়ে সরকার চাইছেন পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার বুনিয়াদকে ধ্বংস করতে। এই ধ্বংসকে রুখতে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ সুধীর ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। শনিবার রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটারজি। সুধীরবাবু তাঁর বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ও ভাষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক চালবাজি ঢোকানোর জন্য রাজ্যের বর্তমান সরকার ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রাধান্য রেখেও শিক্ষা-

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুই ডাকাতকে বাঙলাদেশ পাঠানো হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি থানার জগতাই গ্রামের দুই কুখ্যাত ডাকাত রতন চ্যাটারজি ও রবি সিংকে বিচারের জন্য বাঙলাদেশ পাঠানো হবে। জেলা পুলিশের একজন মুখপাত্র এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, সুতির একটি ডাকাতির ঘটনায় ওই দু'জনকে ১৬ মারচ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের রাজসাহীতে গত বছর ২৩ আগষ্ট ডাকাতির অভিযোগও রয়েছে। সেই থেকে রাজসাহী পুলিশ তাদের খোঁজ করছে। পরে এপারের সুতির গ্রামের তাদের অবস্থানের খবর জানতে পেরে বাঙলাদেশ রাইফেলস এর মাধ্যমে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে বাঙলাদেশ পুলিশ ওয়াকিবহাল করে। লালবাগ (রোশনবাগ) এর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৭৮ ব্যাটেলিয়ানের সি ও জেলা পুলিশকে ওই সংবাদ জানান এবং পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এখন বাঙলাদেশে তাদের বিচারের জন্য বাঙলাদেশ পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ভাবে দুই দেশের সহযোগিতায় সীমান্ত এলাকায় অপরাধ দমন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পোষ্টমাষ্টার সাসপেণ্ড

ধুলিয়ান, ১ এপরিল—দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে জি পির '৮৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকর ব্রঞ্চ পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। প্রকাশ, গত ফেবরুয়ারি মাসে ওই পরিমাণ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়ে এবং ওই মাসেই পোষ্টমষ্টর নজরুল ইসলামকে সাসপেণ্ড করা হয়।

উপ-ডাকঘর : আজ থেকে বাজালা শাখা ডাকঘরটি উপ-ডাকঘ'র উন্নীত হল। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন মুরশিদাবাদের পোষ্টাল সুপারিনটেনডেনট আর এন বাগ।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিড়ি কর্মচারী ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেতন বৃদ্ধিসহ কয়েক দফা দাবিতে ৩০ মারচ জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি কর্মচারীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে লাগাতার ধর্মঘটের সামিল হবেন বলে জানানো হয়েছে। তাঁদের ধর্মঘটের ফলে ওই দিন বিড়ি শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদালত বর্জন

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ মারচ—দুর্ব্যবহার, অনমনীয় মনোভাব, আবেদন প্রত্যাখ্যান আইনজীবীদের হয়রানি ইত্যাদির প্রতিবাদে জঙ্গিপুর ল'ইয়ারস বার এ্যাসোসিয়েশন গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট জি আর হালদারের আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তা কার্যকর করেছেন। আইনজীবী প্রদীপ নন্দী জানিয়েছেন, ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারদের কাছে কোরট ফি পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় জেলা জজ সম্প্রতি কোরট ফি ছাড়াই আবেদন গ্রহণের জন্য বিচারপতিদের মৌখিক অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে বিচারপতি জি আর

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশনে চিনি বাড়ন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ এপরিল—চলতি সপ্তাহ নিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে মহকুমার কোথাও রেশনে চিনি দেওয়া হচ্ছে না। খাদ্য করপোরেশনের গুদামজাত চিনির মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং ওয়াগনের অভাবে চিনি না এসে পৌঁছনয় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক সূত্রে জানানো হয়েছে। অবশ্য রেলের রিসিপট চলে এসেছে এবং এ সপ্তাহের মধ্যেই চিনি বোঝাই ওয়াগন এসে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার প্রকাশের পথে। প্রথম খণ্ড জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম দশ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইবার ঠিকানা:

অনুত্তম পণ্ডিত
C/o. পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই চৈত্র বুধবার, ১৩৮৭

চোরাবালিতে পথহারা শিক্ষার স্রোতধারা

বাংলা ভাষাতে একটি প্রবাদ বাক্য চলিত আছে "দাতা দেয় তো বিধাতা দেয় না" অর্থাৎ ভাগ্যে দুঃখ ভোগ থাকিলে সেইটুকু কেহ খণ্ডাতে পারে না। এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও ঠিক এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। সরকার শিক্ষাকে গণমুখী ও সকলের আয়ত্বের মধ্যে রাখিতে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যান্ত অবৈতনিক করিয়াছেন, কিন্তু বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা পরিষদ অতি সুকৌশলে এই শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই জেলাতেই যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয়ের স্বল্পতাকে মূলধন করিয়া বেশ কিছু কর্মকর্তা অলিখিত বেতন আদায় করিতেছেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দিবার মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন অবস্থা বিশেষে ত্রিশ থেকে একশ টাকা পর্য্যন্ত। কোথাও ইহা স্কুলের উন্নতি বিধানে এককালীন সাহায্য বা অন্য কোন নামে গৃহীত হইতেছে। ইহা ভিক্ষা হইলেও বলার কিছু ছিল না, কিন্তু ইহা ভিক্ষা নহে ইহা দাবী। এই প্রার্থিত মূল্য না দিতে পারায় শয়ে শয়ে ছাত্র-ছাত্রীর অল্প বয়সেই পাঠ্য জীবনে ইতি টানিতে হইতেছে। নাট্যকার ডি এল রায়ের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা জাগে, "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এদেশ!" এদেশে সরকার শিক্ষাকে করিয়াছেন অবৈতনিক, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ সেই ব্যবস্থাকে এমন অবস্থায় আনিয়াছেন যাহাতে দরিদ্র শ্রেণী শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টা এই সব মহানায়কদের হাতে পর্য্যুদস্ত হইয়া শোষিত শ্রেণীকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবাইয়া রাখিয়াছে। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রকেরও গাফিলতি রহিয়াছে। যাহার ফলে এই অপরাধ সঙ্ঘটিত হইতে পারিতেছে। আমরা এই জেলার যে পরিসংখ্যান পাইয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই বোঝা যাইবে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার তুলনায় অনেক কম, ফলে ছাত্র ভর্ত্তির চাপ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই দুর্নীতির সুযোগ করিয়া দিতেছে। এই জেলায় বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ২৯০০। তদনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা ২.৯০ হাজার। এ বৎসর প্রাথমিক পরীক্ষায় পাসের সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৪০০ এর বেশী নয়। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছাত্র ভর্ত্তির চাপ সহজেই অনুমেয়। এই সুযোগ দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু কর্মকর্তাকে উৎসাহ যোগাইয়াছে। তাহারা সুযোগ বুঝিয়া প্রত্যেকটি অভিভাবকের নিকট হইতে বিভিন্ন কৌশলে দু'হাতে পয়সা আদায় করিয়াছেন। অভিভাবকরাও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদের শিকার হইতে বাধ্য হইতেছেন। আর যাঁহারা সত্যই দরিদ্র তাঁহাদের সন্তানদের মা সরস্বতীর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। এই ভাবেই সরকারী শুভ প্রচেষ্টার সমাধি রচিত হইতেছে। শিক্ষা স্রোতস্বিনীর ধারা দুর্নীতির চোরাবালিতে পথহারা হইয়া লুপ্ত হইতেছে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের কোন কাজেই লাগিতেছে না। এই অব্যবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শিক্ষা মন্ত্রককে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রামবাসীদের দ্বারা বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছে তাহাদের অনুমোদনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়াইয়া ছাত্র ভর্ত্তির চাপ কমাইতে হইবে। সর্বোপরি যাহাতে কোন বিদ্যালয়ই বিনা অনুমতিতে কোনরূপ অর্থ আদায় করিতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সর্বস্তরে সঠিক দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার স্রোতধারাকে চোরাবালি হইতে মুক্ত করিয়া সমাজ-জীবনের উপর প্রবাহমান করিবার ব্যবস্থা লইতে হইবে। তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

হিলোড়ায় পঞ্চম দোল

হিলোড়া (সুতি), ২৭ মার্চ—স্থানীয় শ্যামসুন্দর দেব মন্দিরে ২৫ মার্চ থেকে মহাসমারোহে পঞ্চম দোল উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আগের দিন একটি ঘরে ময়দার মোষ দাহ করা হয়। আজ কীর্তনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসব

শ্রীবরুণ রায়

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক নানা বিপর্যয়ের ফলে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালীর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনে আজ নানা বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তাদের রুচি ও মূল্যবোধ দুইই আজ ভারতীয়ত্ব হারিয়েছে। কিন্তু যাদের আমরা চিরকাল অবহেলাভরে দূরে ঠেলে রেখেছি গ্রাম-বাংলার সেই অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ মানুষই ভারতীয় ঐতিহ্যকে আজও সযত্নে লালন করে চলেছে। তাদের ব্রত পার্বন উৎসব—তাদের শিল্প সঙ্গীত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির গভীরে ভারতীয় ধর্ম, শিল্প-চেতনা ও মূল্যবোধের সমস্ত নির্যাস এখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইদানীং পুরোনো গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। লোকশিল্পীদের অধিকাংশই ঠিক পেশা হিসাবে নয়, আনন্দের তাগিদেই তাদের শিল্পসাধনায় নিমগ্ন থাকত। অর্থনীতিক সঙ্কট সেখানেও আজ কালো ছায়া ফেলেছে। তার উপর সিনেমা রেডিও প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমগুলির যৌন আবেদন প্রধান বিকৃত রুচির নিরন্তর অনুপ্রবেশ তো আছেই।

অথচ আজ আমাদের সমাজজীবনে অপসংস্কৃতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন প্রভৃতি যে সমস্ত দুষ্টক্ষত দেখা দিচ্ছে তাদেরকে নির্মূল করে সমাজজীবনকে পরিচ্ছন্ন করতে হলে আমাদের লোক-সংস্কৃতিকে সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। লোকশিল্পীদের সুস্থ সমাজচেতনাসম্পন্ন আনন্দময় পরিবেশ ফিরিয়ে দিতেই হবে।

সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার সেই গণমুখী সাংস্কৃতিক অভিযান শুরু করেছেন। জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে লোকশিল্পীদের জীবন ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন। তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করে কিভাবে তারা তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে তা জানার চেষ্টা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে। প্রতিটি লোককলার সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে শিল্পীদের সাহায্য করার সুপারিশ করা হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের জেলাতেও সরকারী উদ্যোগে পর পর দুই বছর জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসব পালিত হল। গত বছর জেলা উৎসব হয়েছিল কান্দী সহরে, এবার ২৬, ২৭, ২৮ মার্চ উৎসব অনুষ্ঠিত হল লালবাগ সহরে। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে এই উৎসব দুটিতে যোগদানের সুযোগ আমি পেয়েছি, সেখানে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের জেলার লোকশিল্পীদের সমস্যা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এই উৎসবের মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠানে আমাদের জেলার লোকশিল্পীরা ঢোল-সানাই, আদিবাসী নৃত্যগীত, সত্যপীর, গাজননৃত্য, শব্দগান, কৃষ্ণযাত্রা, রাইবেশে, লোকনৃত্য, হাতপুতুল, পথের গান, বিয়ের গান, মনসার গান, বোলান, কবি গান, হরবোলা, ভাঁপো, বাঁশী, জারি, বাউল প্রভৃতি পরিবেশন করে।

উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল 'কর্মশালা।' সেখানে জেলার লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা লোকশিল্পীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। এবার কর্মশালার পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন পুলকেন্দু সিংহ, সৌমেন গুপ্ত, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সরকার, অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ত্তমান লেখক প্রভৃতি। তথ্যাদি কিছু সংগৃহীত হল। কিন্তু জেলার সমস্ত এলাকার লোকশিল্পীদের এই উৎসবে উপস্থিত করান যায় নি। জঙ্গীপুর মহকুমার কোন শিল্পীই আমন্ত্রিত হন নি।

উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সরকারী উদ্যোগে, সমস্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাও করেছিলেন প্রধানতঃ সরকারী আমলারা। জেলার বেসরকারী লোকসংস্কৃতি কর্মী ও গবেষক হিসাবে একমাত্র পুলকেন্দু সিংহ এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলকেন্দুবাবুর যোগাযোগ বহু বিস্তৃত হলেও তা প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তিনি চেষ্টা করে তাঁর জানাশোনা লোকশিল্পীদের উৎসবে সম্মিলিত করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত জঙ্গীপুর মহকুমার লোকশিল্পীরা অনুপস্থিত থেকে গেল। উপস্থিত ছিল না জেলার আরও অনেক এলাকার লোকশিল্পীরা।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসব

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

ফলে তাদের সম্পর্কে সরকারী ফাইলে কোন তথ্য সংগৃহীত হল না। কোন ধরণের সাহায্য দেওয়ার যদি ব্যবস্থা হয় তবে তার থেকেও এই সব শিল্পী বঞ্চিত হবে।

আমলাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার মূল ত্রুটি এই যে তাঁদের অনেকেই প্রাণের তাগিদে কাজ করেন না, নিছক গতানুগতিকভাবে সরকারী কৈতার দায় সারেন। আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ ও কাজ না থাকলে এবং শিল্পীদের সঙ্গে যোগা-যোগ না থাকলে আমলাদের একক চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহের এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। লোকসংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন এবং যাঁরা লোকশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাঁদের সাহায্য না নিলে চলবে না। মহকুমা তথা আধি-কারিকদের নিজ নিজ এলাকার লোকশিল্পীদের তালিকা প্রণয়নে এঁদের সাহায্য নিতে হবে। পঞ্চায়েতগুলিও নিজ নিজ এলাকার লোকশিল্পীদের তালিকা এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে তালিকা সংগৃহ হবে তার উপর ভিত্তি করে অগামী বছরের উৎসবে লোক-শিল্পীদের সমবেত করতে হবে।

অধিকাংশ লোকশিল্পীর রুজি-রোজ-গারের পন্থা হিসাবে নয়, প্রাণের তাগিদে আনন্দ ও সৃষ্টির প্রেরণায় তাদের শিল্পসাধনায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু অভাবগ্রস্ত বুভুক্ষু অনেক শিল্পীরই পোষাক, বাদ্যযন্ত্র, রংতুলি এসব কেনার সামর্থ্য নাই। শিল্প সৃষ্টির এই প্রাথমিক উপকরণগুলি যাতে তারা সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রাত্যহিক নুন-তেল লকড়ির চিন্তা থেকে মুক্ত করে তাদের জন্য শিল্পসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে দিতে হবে। সহরের শিল্পকলার কুপ্রভাবের হাত থেকে লোকশিল্প যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। লোকশিল্পীদের মধ্যে সুস্থ সমাজচেতনার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের আপন আপন শিল্পসাধনা করতে দিতে হবে। সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন জন-সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের এই প্রচেষ্টা জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে সুদূরপ্রসারী সুফল এনে দিতে পারে।

ডাকঘরের সঞ্চয় ব্যাঙ্‌কে যাঁরা জমার খাতা খুলেছেন তাঁদের মধ্যে ১, ৫৫, ৬২৪-জন মোট ২৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কার পেয়েছেন নগদ টাকায়। আপনিও ডাকঘরে মাত্র ২০০ টাকা জমা রেখে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পেতে পারেন।

কথাটা সত্যিই সত্যি। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্‌কের জমার খাতায় ২০০ টাকা রেখে আপনি আকর্ষণীয় পুরস্কার পেতে পারেন। এক টাকারও ঝুঁকি না নিয়ে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। বছরে দুবার প্রকাশ্যে 'ড্র' হয়। মোট সাড়ে কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের ১১, ১১৬টি পুরস্কারের জন্য প্রত্যেকটি ড্র হয় যদি কোনও পুরস্কার নাও পান তবু বছরে করমুক্ত শতকরা ৫·৫ টাকা সুদ হিসাবে পাবেন।

কেমন ক'রে যোগ দেবেন

এর জন্য জমার খাতায় একাদিক্রমে ৬ মাস—এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর থেকে মার্চ অন্ততঃ পক্ষে ২০০ টাকা জমা থাকলেই হ'ল। বাকীটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ড্র-এর সময়ে যদি উপস্থিত থাকতে চান তো খুশীর কথা কিন্তু না আসতে পারলেও আপনার কোনও ক্ষতি নেই। আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে খবরটা আপনার ঠিকানায় ঠিক পৌঁছে যাবে। যে পুরস্কারই লাভ করুন তা আপনারই থাকবে।

পুরস্কারের সুযোগ বাড়ান

একটা বুদ্ধি নিন। জমার খাতায় টাকার অঙ্ক কোনও সময়েই ২০০-র নীচে নামতে দেবেন না; তাহ'লেই আপনার খাতা প্রত্যেক ড্র-এ সামিল হবে। না হ'লে বাড়ীর প্রত্যেকের নামে একটি ক'রে খাতা খুলুন কিংবা আপনার নিজের নামেই একাধিক খাতা খুলুন—অবশ্য বিভিন্ন ডাকঘরে।

একালের সুযোগ সুবিধা

ভারতের সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে বড় সঞ্চয় ব্যাঙ্‌ক কাজ কর্মে আধুনিক। যেমন ধরুন সঞ্চয়কারী খাতা থেকে যত খুশী টাকা তুলতে পারেন। ডাকঘর থেকে পরিচয় পত্র (আইডেনটিফিকেশন কার্ড) দেওয়ায় লেন-দেনের কাজ সহজে করা যায়। চেকের সুবিধা দেওয়া হয়। অন্য ব্যাঙ্‌কের চেকও নেওয়া হয়। স্থানীয় বিলের জন্য কোনও দক্ষিণা দিতে হয় না। জমার খাতা দেশের যে কোনও জায়গায় বদলী করা যায়। খাতায় বাকী টাকা সিকিউরিটী হিসেবে জমা রাখা যায়। মনো-নয়নের অনুমতি তো আছেই, তাতে উৎসাহও দেওয়া হয়।

একটা বিশেষ সুবিধা

যদি গ্রামের ডাকঘরে বা শাখা ডাকঘরে আপনার সঞ্চয় ব্যাঙ্‌কের খাতা থাকে তাহ'লেও আপনি অনায়াসে বড় বা ছোট ডাকঘরের টাকা জমা তোলা করতে পারেন। এটা গ্রামের মানুষদের পক্ষে মস্ত সুবিধার কথা কারণ এর ফলে তাঁদের শহরে আসা যাওয়া করার সময়ে মোটা টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হয় না।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

* নিকটতম ডাকঘর
* জেলা সঞ্চয় আধিকারিক কে/অ দি কালেকটোরেট
* আপনার রাজ্যের ক্ষুদ্র সঞ্চয় অধিকারের দপ্তর

* জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা (ভারত সরকার) আঞ্চলিক কার্যালয় অথবা এঁদের লিখুন : জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা ১২ সেমিনারী হিল্‌স্ নাগপুর ৪৪০০০৬

davp 80/426 Bengali

Tender Notice

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in WBF. No. 2908 from Class-I Contractors of I. & W. Deptt. and bona-fied outside Contractors for works on the right bank of river Ganga, detailed below, by Executive Exgi-neer, Ganga Anti Erosion Division, P.O. Raghunath-ganj Dist Murshidabad. Estd cost, Earnest money are :— (1) Supply of boulders at Brahmangram-Hazarpur reach, Rs. 1, 12, 500/-, Rs. 2,200/- (2) Supply of boulders at Sekhalipur reach Rs. 10 44,000/-, Rs. 20,000/- (3) Supply of boulders at Kutubpur reach, Rs. 2,41,000/-, Rs. 4820/- (4) Supply of boulders at Aurangabad reach Rs. 22,70,700/- Rs. 20,000/- (5) Supply of boulders at Durgapur reach Rs. 2,34,900/- Rs. 4,698/- (6) Supply of G. I. Wire netting at Raghunathganj Depttl. Godown, Rs. 8,00 000/- Rs. 16,000/- Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in any working days, Saturdays upto 1-00 P. M. Last date of application for purchasing tender form is 21.4 81 upto 1-00 P. M. Last date for receipt of tender is 23.4.81, upto 3-00 P. M.

Executive Engineer,
Gaga Anti Erosion
Division,
P.O. Raghunathganj
Dt. Murshidabad

চাঁইসমাজ সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ মারচ— গতকাল লাল-থাঁরদিয়ারে পশ্চিমবঙ্গ চাঁইসমাজ উন্নয়ন সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জিয়াগঞ্জের সঙ্গীত শিল্পী উত্তমানন্দ দেবশর্মা। পৌরোহিত্য করেন পঙ্কজ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভায় ৪ জনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের পুরস্কৃত করেন কারামন্ত্রী। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। ওই সংস্থার সম্পাদক তুলসী মণ্ডল তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। অন্যান্য বক্তারা চাঁই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। যে চারজনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে পুরস্কৃত করা হয় তাঁদের মধ্যে চারণ কবি দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী অন্যতম।

জলপাইগুড়ির অপহৃত বন্দুক উদ্ধার

অরঙ্গবাদ, ১ এপরিল— হোসেনপুরের ধৃত আসামীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী স্থতি পুলিশ জলপাইগুড়ির বানাহাটে মাটির নীচ থেকে চা বাগানের ম্যানেজারের অপহৃত বন্দুকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ খবর দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, এর ফলে অপহৃত ৯৫% দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে হোসেনপুরের ওই আসামীর বাড়ী থেকে নগদ তিন হাজার টাকা, ১৮ ভরি সোনা ও প্রচুর রূপোর গহনা উদ্ধার করা হয়েছিল। পরে আসামীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ তাকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি রওনা হল এবং বানাহাট থেকে বন্দুকটি উদ্ধার করে। জনপাইগুড়ির ওই চ-বাগান ম্যানাজারের বাড়ীর ঝি এর সঙ্গে যোগসাজস করে আসামী এই কাণ্ড করে বলে পুলিশকে জানায়।

সাবধান, ম্যালেরিয়া ছড়াচ্ছে !

মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। সুস্থ মানুষকে কামড়ায় ও তার শরীরে ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী ছাড়ে। ম্যালেরিয়া অসুস্থ করে, অক্ষম ক'রে দেয়, কাজের ক্ষতি করে, বেতন পারিশ্রমিকের ক্ষতি হয়। ফলে ক্ষেত খামারে, কল কারখানায় উৎপাদন কমে যায়।

সেরিব্রাল অথবা ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা অবিলম্বে না করালে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

আপনি কী করতে পারেন

ম্যালেরিয়া নির্মূল করায় এই ভাবে সাহায্য করতে পারেন :

- ডি. ডি. টি. বা অন্যান্য কীটনাশক ছড়াবার কাজে স্প্রে-টীমের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। নিজের এলাকা বা গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীতে ওষুধ ছড়াবার ব্যবস্থা করুন।
- কিছুদিন অন্তর অন্তর আপনার বাড়ীর প্রত্যেকটি অংশে ওষুধ ছড়ানো হচ্ছে কি না, লক্ষ্য রাখুন।
- ওষুধ ছড়াবার সময়ে খাবার দাবার এবং খড়-বিচালী বা জাবনা প্রভৃতি ঢেকে রাখুন।
- জ্বর হ'লেই রক্ত পরীক্ষা করান এবং ক্লোরোকুইন বড়ী ব্যবহার করুন।
- রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া প্রমাণিত হ'লে পুরো ৫ দিন অবশ্যই ওষুধ খান।

আপনার অবশ্য করণীয়

যদি কারও প্রবল জ্বর হয়, জ্বরের ঘোরে ভুল বকে কিংবা সংজ্ঞা হারায়, অবিলম্বে নিকটতম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডিসপেনসারী বা হাসপাতালে খবর দিন ও রোগীকে দেখিয়ে আনুন।

মনে রাখবেন

ম্যালেরিয়া নিবারক ওষুধ পাওয়া যায়, বিনা মূল্যে, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ম্যালেরিয়া কর্মী, জনস্বাস্থ্যসেবী, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র এবং জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে।

ন্যাশনল ম্যালেরিয়া ইর‍্যাডিকেশন প্রোগ্রাম

(জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ কার্যসূচী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক)

২২, শাম নাথ মার্গ, দিল্লী-১১০০৫৪

davp . 80/305

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দির

শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবী পূজা, হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, আদিবাসী সংস্কৃতি সম্মেলন, বৈদিক শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান, বার্ষিক মহোৎসব।

অনুষ্ঠান সূচীঃ ২৭শে চৈত্র ইং ১০ই এপ্রিল '৮১ শুক্রবার—ষষ্ঠী। বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রা, বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে। আদিবাসী সংস্কৃতি সম্মেলন—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে। সভাপাত—শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, জেলা জজ, মুর্শিদাবাদ। প্রধান অতিথি—অধ্যাপক জগবন্ধু বিশ্বাস, বহরমপুর কে, এন, কলেজ। ২৮শে চৈত্র, ১১ এপ্রিল '৮১ শনিবার সপ্তমী। প্রত্যুষে চণ্ডীপাঠ, বেদপাঠ। শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর সপ্তমী-বিহিত পূজা। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন—২য় অধিবেশন বৈকাল ৫ ঘটিকা। বিষয়: জাতি গঠনে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর অবদান। প্রধান অতিথি: শ্রীরমাপ্রসাদ ব্যানার্জী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ। বক্তা: শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অরঙ্গাবাদ ডি, এন, কলেজ। শ্রীসরোজাক্ষ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অরঙ্গাবাদ হাই স্কুল। রাত্রি ৮ ঘটিকায়—কলিকাতার সুবিখ্যাত বেতারশিল্পী সমন্বিত গীতিনাট্য সংস্থা "শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ" কর্তৃক "পরিব্রাজক স্বামী প্রণবানন্দ" গীতি নাট্যাভিনয়। ২৯শে চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার—অষ্টমী। প্রত্যুষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও অষ্টমীবিহিত পূজা ও যথাসময়ে সন্ধি-পূজা। বেলা ১০ ঘটিকায় আচার্যদেবের মহাভিষেক। বৈকাল ৫ ঘটিকায়—হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন—৩য় অধিবেশন। বিষয়: শক্তিশালী জাতি গঠনে হিন্দুধর্ম্মের অবদান। উদ্বোধক: শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। প্রধান অতিথি: শ্রীবদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারী, এ্যাডভোকেট। সভাপতি: ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, জঙ্গিপুর। বক্তা: শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ। অধ্যাপক শ্রীগোপীশ্বর বিশ্বাস, ডি, এন, কলেজ, অরঙ্গাবাদ। রাত্রি ৮ ঘটিকায়—"শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ" কর্তৃক "বিদ্রোহী বীর বিবেকানন্দ" ৩০শে চৈত্র, ইং ১৩ এপ্রিল সোমবার—রামনবমী। প্রত্যুষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও নবমীবিহিত পূজা। সকাল ৫টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত নামকীর্ত্তন। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন—৪র্থ অধিবেশন। বিষয়: ভারতীয় সংস্কৃতির অমর অবদান। প্রধান অতিথি: শ্রীমৎ স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ দিল্লী আশ্রম। সভাপতি—শ্রীঅভয়পদ ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ। বক্তা: স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ রায়, ডি, এন, কলেজ অরঙ্গাবাদ। শ্রীনীহারকুমার চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক নিমতিতা জি, ডি, ইনষ্টিটিউশন। বৈদিক শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান—রাত্রি ৮ ঘটিকায়। মহোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ। ১লা বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার: বিজয়া সম্মেলন প্রত্যহ বেলা ২ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত রামায়ণ গান। সম্মেলন প্রারম্ভে রক্ষীবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শনী এবং সন্ধ্যায় বীর-ভাবোদ্দীপক পূজা আরতি অনুষ্ঠিত হইবে।

টেণ্ডার নোটীশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরাঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ শাখা অফিসসহ) সন ১৩৮৮ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য শীল্ড টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ১৩৮৭ সালের ৩০ চৈত্র তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং উক্ত ১৩৮৭ সালের ৩০ চৈত্র তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোন টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ি শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ **শ্রীজয়দেব দে,**
১১-১২-৮৭ সেক্রেটারী
২৫-৩-৮১ ঔরাঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

জঙ্গিপুরে গঙ্গা নদী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাখা। পূর্বদিকে এই ভাঙন চলতে থাকলে গঙ্গা নদীর জল পাগলা-মহানন্দার দিকেই প্রবাহিত হবে। এতেও ফরাক্কা জল কম পাবে। জিওলজিক্যাল সার্ভের পক্ষ থেকে এই সব তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ডঃ এস এন ব্যানারজি, ডঃ এ ভট্টাচার্য এবং ডঃ পি চক্রবর্তী। ছবি তুলেছে আমেরিকান আরথ রিসোরস টেকনলজি উপগ্রহ। এই বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভাগীরথীতে আরো বেশী জল দিতে হবে এবং বিভিন্ন শাখানদী-গুলি দিয়ে যে চর তৈরী করেছে তাও অবিলম্বে মাটি তুলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

রাজনৈতিক চালবাজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে ইংরেজীকে উচ্ছেদ করছেন। এ সব সিদ্ধান্ত গোপনে গোপনে নেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই প্রতিবাদ প্রতিরোধে বিভ্রান্তিকর যুক্তি খাড়া করছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। সুধীরবাবু আরো বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা হবেই। অথচ বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করলেই সঙসাজা বামনেতারা শিক্ষা-বিদ্দের উদ্দেশ্যে কদর্য ভাষা প্রয়োগ করছেন। মনীষীদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে। 'মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ'র যথার্থ সময়কাল উহ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির কদর্থ করা হচ্ছে বলেও সুধীরবাবুর অভিযোগ। সভায় এক প্রস্তাবে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৬ মে জঙ্গিপুরে আইন অমান্যের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

পোষ্ট মাষ্টার সাসপেণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৭২ সালে অনুমোদনের পর এতদিনে চারটি শাখা ডাকঘর নিয়ে বাড়ালা উপ-ডাকঘর আজ থেকে যাত্রা শুরু করল।

স্বল্প সঞ্চয়ঃ অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে ৩০ মারচ স্বল্প সঞ্চয়ের ওপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অরঙ্গাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী সঞ্চয়িকা প্রকল্পে নতুন আমানত খোলে।

আদালত বর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হালদার গতকাল প্রদীপ নন্দীর মক্কেলের কোরট ফি ছাড়া আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে মক্কেলকে হয়রান হতে হয়। এবং তারই প্রতিবাদে জি আর হালদারের আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়।

সর্বশেষ সংবাদঃ মিটমাটের জন্য পয়লা এপরিল জেলা জজ জঙ্গিপুর বারে আসেন। কিন্তু বিচারপতি হালদার বারে উপস্থিত না হওয়ায় মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩ এপরিল এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিড়ি কর্মচারী ধর্মঘট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অরঙ্গাবাদে কোন কোম্পানীতে কাজ হয়নি। অরঙ্গাবাদ বিড়ি মারচেনটস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিপূর্বে বিড়ি কর্মচারীরা তাঁদের দাবি-দাওয়া পেশ করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বছর থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা নতুন বছরের ফলাফল পর্যালোচনা না করেই নতুন বছর শুরুর আগেই ধর্মঘটের সামিল হলেন।

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
মেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

PUBLIC WORKS (ROADS) DEPARTMENT.
P.O. BERHAMPORE, DIST. MURSHIDABAD
ABRIDGED TENDER NOTICE NO. 40 OF 1980-81

The Superintending Engineer, State Highway Circle No. III, P.O. Berhampore, Dist. Murshidabad invites sealed tenders in W. B. F. No. 2911 (ii) from registered Unemplyed Engineers Co-operative Societies for the undermentioned work at the estimated cost and earnest money noted against it. Tenders will be received by the office of the undersigned upto 15-00 hours (I. S. T.) on 10th April, 1981 and will be opened on the same date at 15-30 P.M. (I. S. T.) Detailed N. I. T., specification, special terms and conditions etc. may be seen in the office of the undersigned as well as in the office of the Executive Engineer, Malda Highway Division, P. W. (Roads) Directorate at Malda on every working day except holidays between 11-00 to 4-00 P. M. and 11-00 A. M. to 1-30 P. M. on Saturdays. Tender documents are to be purchased only from the office of the above Executive Engineer on payment of Rs. 15/- (Rupees Fifteen) only per set in cash (non-refundable). Before purchasing tender documents formal permission in writing the undersigned shall have to be obtained on production of necessary valid I. T. & S. T. Clearance Certificates and Credentials without which no tender papers will be issued. No tander will be issued unless the audited report of 1979-80 is shown.

NO TENDER PAPER WILL BE ISSUED ON THE DATE OF OPENING OF THE TENDER

Name of work : Misc. road works upto Jhama consolidation stage at 10th Km. of Paharpur Bridge to Swarupganj Road Via. Chanchal in the Dist. of Malda, under Malda Highway Division.

Estimated amount : Rs. 1,98,067/-

Earnest money Rs. : Exempted

Last date of application for tender form : 8.4.81 upto 2-00 P. M.

Last date and time for purchasing tender : 9.4.81 upto 4-00 P. M.

Time allowed : 2½ (Two and half) months.

Intending tenders must declare if there is any other firm or firms having common identical interest with them.

Superintending Engineer,
State Highway Circle No. III.

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ মারচ—গতকাল বিকেলে আহিরণের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে উত্তরবঙ্গগামী একটি লরির ধাক্কায় আজিমুল হক (১২) নামে এক কিশোর নিহত হয়।

চোরাই তার উদ্ধার : রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ৩০ মারচ মঙ্গলজন নতুন বস্তির কাছে জাতীয় সড়কে ছেঁড়া জুতোর সঙ্গে প্রায় আড়াই কুইনটাল চোরাই বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার ও আটক করে। এ ব্যাপারে ভৈরবটোলার মতিউর রহমান নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ কর্মচারী সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিয়ামতুল্লা সেখকে সভাপতি এবং রমেশচন্দ্র মালাকারকে সম্পাদক করে ২৮ মারচ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির ২০ সদস্যের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহকুমার সমস্ত থানাতেই অনুরূপ সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং এ মাসে মহকুমা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

ব্লক যুব উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুবকরণ আয়োজিত চারদিনের ব্লক যুব উৎসব ৩০ মারচ শেষ হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, নাটক, ক্রীড়া ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণ করেন। জেলা পরিষদ সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ৬ মার্চ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণ আয়োজিত চার দিনের ব্লক যুব উৎসব শেষ হয়েছে।

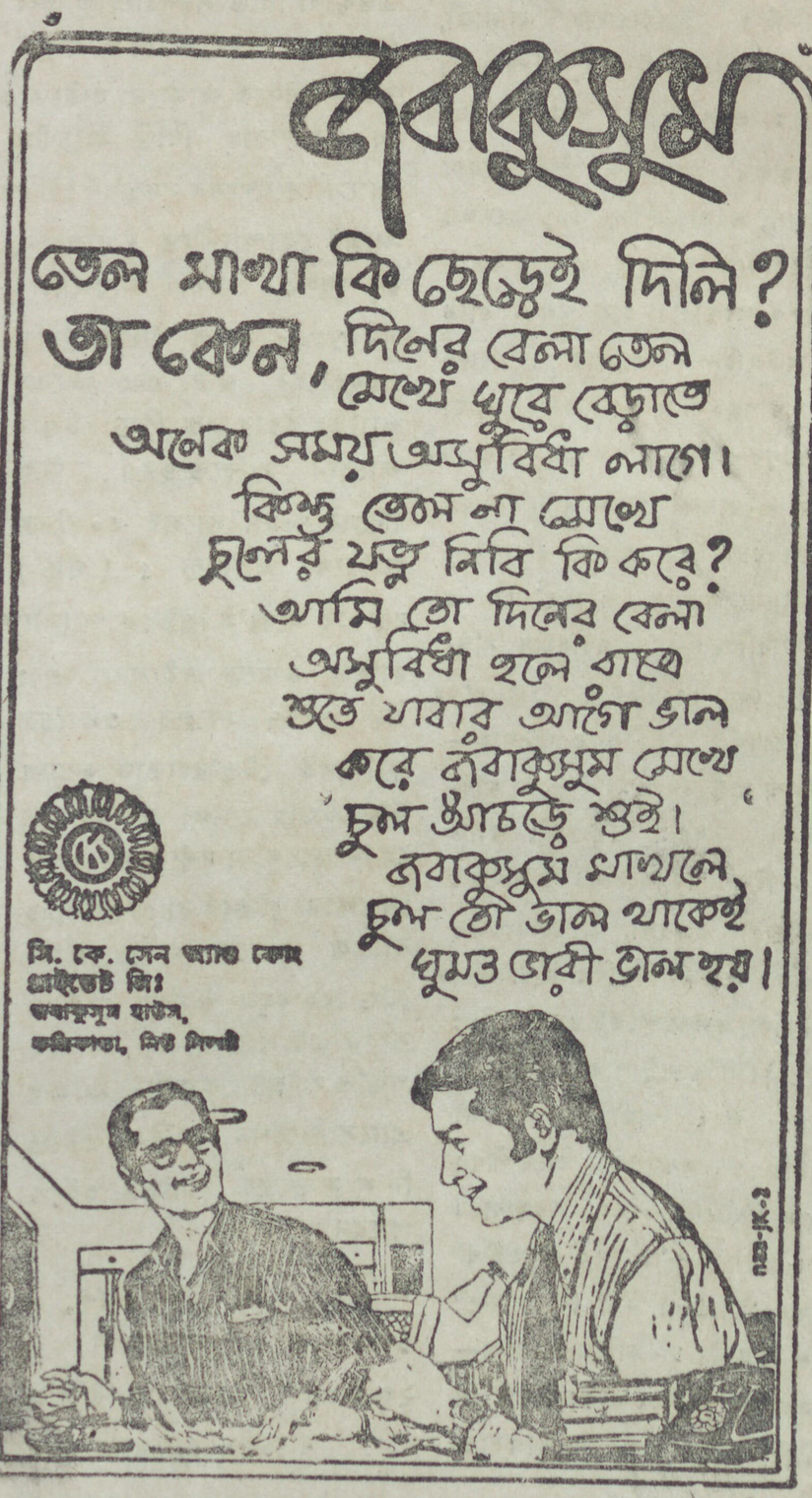

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।